আদমজী শিক্ষার্থীর মৃত্যু নিয়ে জুলকারনাইনের সমালোচনায় রেজাউল



অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলকারনাইন সায়েরের একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রেজাউল হক সরদার নামে এক ব্যক্তি। পোস্টে তিনি অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌসের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জুলকারনাইনের সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগকে ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিদের অপতৎপরতা বলে মন্তব্য করেন।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রেজাউল হক সরদার নামে ওই ব্যক্তি লেখেন, জুলকারনাইন সায়েরের একটি পোস্ট দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। এর জবাব দিতেই তিনি নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন বলে উল্লেখ করেন।

পোস্টে তিনি লেখেন, 'আজকে সত্যিই মনে হচ্ছে আপনি সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত একজন বরখাস্ত ক্যাডেট! না হলে কিভাবে বলতে পারেন যে একজন সেনা অফিসার প্রিন্সিপাল হয়ে এই অমানবিক কাজ করতে পারে!'

তিনি প্রশ্ন তোলেন, অধ্যক্ষ কেন এমন কাজ করতে যাবেন এবং এ জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি না। এ প্রসঙ্গে তিনি সড়কে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মানুষের মৃত্যুর উদাহরণ টেনে বিচার না হওয়ার অভিযোগ করেন।

রেজাউল হক সরদার লেখেন, 'যে দেশে বেপরোয়া ভাবে রাস্তায় পাবলিক বাস অন্য মানুষকে মেরে চলে যায়, কোন বিচার হয় না- সেখানে প্রিন্সিপালের দায় কতটুকুন? আর তিনি কাকে বাঁচাবেন? কেন?'

এরপর তিনি দাবি করেন, অধ্যক্ষের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত কেউ জুলকারনাইন সায়েরকে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর ভাষায়, 'বরং আমি যদি বলি এই প্রিন্সিপালের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাকাতর হয়ে কেউ আপনাকে ব্যবহার করছে- আপনিও ব্যবহৃত হচ্ছেন এই রিপোর্ট করার মধ্য দিয়ে- সম্ভবত সেটা একটুও অত্যুক্তি হবে না।'

পোস্টে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌসকে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেন রেজাউল হক সরদার। তিনি লেখেন, 'তার এই জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত লোকের একটি অভিযোগ ছাড়া এটি কিছুই না বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

পোস্টের শেষাংশে জুলকারনাইন সায়েরের উদ্দেশে 'Shame on you—Mr Zulkarnain Saer' লিখে সমালোচনা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের জলসিঁড়ি ক্যাম্পাসে স্কুলবাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহরিয়ার শায়নের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় শোকাহত বাবার কাছে সন্তানের মরদেহ হস্তান্তরের আগে অনাপত্তিপত্রে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন জুলকারনাইন সায়ের। এ ছাড়া স্কুলের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আরিফুল ইসলাম খান ও অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মুহম্মদ ফেরদৌস হাসান টিটোর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।